দরিদ্র কৃষকের ধান কেটে দিল পুলিশ

চুয়াডাঙ্গার হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমানের জমির ধান কেটে দিলো চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশ।

মঙ্গলবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সদর উপজেলার ট্যাংরামারি গ্রামের নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠে এক বিঘা জমির থান কেটে দিয়েছে পুলিশ সদস্যরা।

অতিরিক্তি পুলিশ সুপার আবু তারেক বলেন, করোনা ভাইরাসের কারণে এমনিতেই শ্রমিক সংকট রয়েছে। এ অবস্থায় হাজরাহাটি গ্রামের দরিদ্র কৃষক তানজিলুর রহমান অর্থের অভাবে নবগঙ্গা খালপাড়া মাঠের পাঁকা ধান কাটতে পারছিলেন না।

বিষয়টি জেলা পুলিশকে অবগত করেন কৃষক। পরে মঙ্গলবার সকালে জেলা পুলিশের ২০ সদস্য কৃষকের জমির ধান কেটে দেন। ধানগুলো শুকানো হলে ঝেড়ে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হবে বলে জানান অতিরিক্তি পুলিশ সুপার।

কৃষকের ধানা কাটায় অংশগ্রহণ করেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার আবু তারেক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার হেডকোয়াটার কনক কুমার দাস, সদর থানার ওসি আবু জিহাদ প্রমুখ।

গাংনীতে ইয়ূথদের উদ্দ্যেগে রাস্তা মেরামত

গাংনী উপজেলার কাথুলী ইউনিয়নের রাধাগোবিন্দপুর গ্রামে ইয়ূথ লিডারদের উদ্যোগে গ্রামের বিত্তশালী মানুষের কাছে থেকে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে রাস্তা মেরামত করা হয়।

এ কাজের সাথে আরো সহযোগিতায় ছিলেন, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট

বাংলাদেশের গ্রামউন্নয়ন দলের সদস্য বৃন্দরা।

এ বিষয়ে গ্রাম উন্নয়ন দলের সভাপতি ফজলুল হক জানান, দেশের এই ক্রান্তিলগ্নে ইয়ূথ লিডারদের এমন চিন্তাধারা অবশ্যই প্রশংসানীয়। সেই গ্রাম উন্নয়ন টিমের সদস্যদের ধন্যবাদ তারাও ইয়থদের সাথে একাত্তাপোষন করে এমন মহান উদ্দ্যেগ গ্রহন করার জন্য।

এ বিষয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ইউনিয়ন সমন্বয়কারী বাশারুল ইসলাম জানান, ইয়ূথ এবং গ্রাম উন্নয়নের সদস্যরা কয়েক দিন ধরেই মানুষের দারে দারে গিয়ে টাকা উত্তোলন করে কাদাযুক্ত রাস্তায় বালি ফেলে যাতাযাত উপযোগী করে তুলেছে। তাদের কাছে কৃতজ্ঞ আমরা দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিবার।

ইয়ূথ এর মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মামুন মিয়া নাছিম আলী আসমত, শাহারুল ইসলাম প্রমুখ।

দেশে করোনায় আরও ১১ জনের মৃত্যু, আক্রান্ত ৯৬৯

দেশে করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ১১ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল ২৫০ জনে।

এই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন ৯৬৯ জন। এ নিয়ে সর্বমোট আক্রান্ত ১৬ হাজার ৬৬০ জন।

এছাড়া নতুন করে ২৪৫ জনসহ মোট ৩ হাজার ১৪৭ জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরে গেছেন। মঙ্গলবার বিকালে স্বাস্থ্য অধিদফতরের নিয়মিত সংবাদ ব্রিফিংয়ে এসব তথ্য তুলে ধরেন অধিদফতরটির অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশাসন) অধ্যাপক ডা. নাসিমা সুলতানা।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৬ হাজার ৭৭৩টি নমুনা পরীক্ষা করে ৯৬৯ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মারা গেছেন ১১ জন। এর মধ্যে ৭ জন পুরুষ ও ৪ জন নারী।

ডা. নাসিমা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় মারা যাওয়া রোগীদের মধ্যে ঢাকা বিভাগের ৫ জন, চট্টগ্রামের ২ জন, নারায়ণগঞ্জের ১ জন, নরসিংদীতে ১ জন ও সিলেটের ১ জন।

তিনি আরও জানান, নিহতদের বয়স বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় ৫১ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে ৩ জন, ৬১ থেকে ৭০ বছরের মধ্যে ৫ জন, ৭১ থেকে ৮০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৮১ থেকে ৯০ বছরের মধ্যে ১ জন।

এছাড়া নতুন করে ২৪৫ জনসহ মোট ৩ হাজার ১৪৭ জন সুস্থ হয়েছেন বলে জানান ডা. নাসিমা।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের উহান শহরে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

চলন্ত গাড়িতে তরুণীকে নিপীড়নের পর হত্যার প্রধান আসামি ‘বন্দুকযুদ্ধে’ নিহত

কক্সবাজারে চকরিয়া উপজেলায় পুলিশের সঙ্গে ‘বন্দুকযুদ্ধে’ এক যুবক নিহত হয়েছেন। নিহতের নাম সাজ্জাদ হোসেন (৩৮)।

পুলিশের দাবি, নিহত সাজ্জাদ চলন্ত গাড়িতে চম্পা বেগমকে (১৯) নিপীড়নের পর ফেলে দিয়ে হত্যার চাঞ্চল্যকর মামলার প্রধান সন্দেহভাজন আসামি।

তার বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও নারী নির্যাতন, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, চুরি, ইয়াবা কারবারসহ একাধিক মামলা রয়েছে। সাজ্জাদ পেকুয়া সদরের শেখের কিল্লাঘোনার এলাকার আবুল হোসেনের ছেলে।

সোমবার দিনগত রাত সাড়ে ৩টার দিকে চকরিয়া-পেকুয়া-বাঁশখালী আঞ্চলিক মহাসড়কের চকরিয়ার কোনাখালী মরংঘোনা এলাকায় এ ঘটনা ঘটে।

চকরিয়া থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) একেএম সফিকুল আলম চৌধুরী যুগান্তরকে জানান, সোমবার দুপুরে পেকুয়া উপজেলার সদর ইউনিয়নের শেখের কিল্লাঘোনার এলাকা থেকে স্থানীয়রা চম্পা হত্যা মামলার সন্দেহভাজন প্রধান আসামি সাজ্জাদ হোসেনকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করেন।

সাজ্জাদকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তিনি তরুণী চম্পা বেগমকে মাথায় অস্ত্র ঠেকিয়ে নিপীড়ন ও পরে গাড়ি থেকে ফেলে দিয়ে হত্যার কথা স্বীকার করে।

সোমবার দিনগত রাত ৩টার দিকে পুলিশ তাকে নিয়ে সেই অস্ত্র উদ্ধার অভিযানে গেলে সাজ্জাদের সহযোগী পুলিশকে লক্ষ্য করে গুলি ছোড়ে। এ সময় পুলিশও পাল্টা গুলি চালায়। প্রায় ২০ মিনিট ধরে উভয়পক্ষে গুলিবিনিময়ের একপর্যায়ে পিছু হটে সাজ্জাদের অস্ত্রধারী সহযোগীরা।

পরে ঘটনাস্থল থেকে গুলিবিদ্ধ সাজ্জাদকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিলে সেখানে দায়িত্বরত চিকিৎসক তাকে মৃত ঘোষণা করেন।

ঘটনাস্থল থেকে দেশে তৈরি দুটি এলজি, বেশ কয়েক রাউন্ড তাজা গুলি ও ব্যবহৃত গুলির খোসা উদ্ধার করা হয়।

এ সময় অস্ত্রধারীদের ছোড়া গুলিতে বিদ্ধ হয়ে আহত হয়েছেন পুলিশের উপপরিদর্শক (এসআই) শেখ আবুল ফারুক, দুই কনস্টেবল সুবল ও সুমনসহ তিন পুলিশ সদস্য। তাদেরও উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে।

পরিদর্শক (তদন্ত) একেএম সফিকুল আলম চৌধুরী আরও জানান, বন্দুকযুদ্ধে নিহত সাজ্জাদের বিরুদ্ধে ইতিপূর্বেও নারী নির্যাতন, সন্ত্রাসী কার্যকলাপ, চুরি, ইয়াবা কারবারসহ বিভিন্ন অপরাধের দায়ে মামলা রয়েছে পেকুয়া থানায়।

চম্পা বেগমকে নিপীড়নের পর হত্যার পর দিনই র্যাব অপর সন্দেহভাজন আসামি সাজ্জাদের সহযোগী অটোরিকশাচালক জয়নাল আবেদীনকে (২২) আটক করে। জয়নাল পেকুয়া সদর ইউনিয়নের মেহেরনামা নন্দীপাড়ার মোহাম্মদ

আলী প্রকাশ সোনইয়ার ছেলে।

র্যাবের হাতে আটকের পর জয়নালের স্বীকারোক্তি মতে পুলিশ সাজ্জাদ হোসেনকে আটকের জন্য কয়েকবার তার বাড়িতে গিয়েও তাকে ধরতে পারেনি। এ ঘটানায় সাজ্জাদ জড়িত থাকার বিষয়টি স্থানীয়রা জানতে পেরে সোমবার দুপুরে তাকে আটক করে পুলিশে সোপর্দ করে।

এ ব্যাপারে চকরিয়া থানার ওসি মো. হাবিবুর রহমান বলেন, নিহত সাজ্জাদের মরদেহের সুরতহাল প্রতিবেদন তৈরি শেষে ময়নাতদন্তের জন্য কক্সবাজার সদর হাসপাতাল মর্গে পাঠানো হয়েছে। এ ঘটনায় হত্যা, অস্ত্র ও পুলিশের ওপর হামলার অভিযোগে পৃথক তিনটি মামলা রুজু করা হচ্ছে।

উল্লেখ্য, কক্সবাজারের খরুলিয়ার তরুণী চম্পা বেগম গত ৬ মে চট্টগ্রাম থেকে চকরিয়া-পেকুয়া-বাঁশখালী আঞ্চলিক মহাসড়ক দিয়ে কক্সবাজার যাওয়ার সময় পেকুয়ায় এসে গাড়ি বদল করে।

চম্পা পেকুয়া থেকে সিএনজিচালিত বেবি টেক্সিতে চকরিয়ার দিকে যাওয়ার সময় কোনাখালীর মরংঘোনার একটি ব্রিজের কাছে তাকে দুই অটোচালক নিপীড়ন করে।

এর পর চম্পাকে তারা পরিকল্পিতভাবে একটি অটোরিকশা থেকে ফেলে দিয়ে অপর অটোরিকশা দিয়ে চাপা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই চম্পার মৃত্যু হয়। সুত্র-যুগান্তর

হুমকি-ধামকি দিয়ে অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার ধানখোলা ইউনিয়নের ক ইউনিটের সভাপতি আলী আজগরের বিরুদ্ধে এলাকার নিম্নবিত্ত মানুষদের টার্গেট করে বিভিন্ন কায়দায় অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠেছে।

এছাড়াও তার তৈরি স্বঘোষিত গ্যাংয়ের অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসী। আজগরের গ্যাং সদস্য হিসেবে কাজ করছে এলাকার বেশ কিছু বখাটে যুবক।

এলাকার নিম্নবিত্ত পরিবারকে টার্গেট করে বিভিন্ন ফাঁদে ফেলে সালিশের নামে অর্থ হাতিয়ে নেওয়া এই গ্রুপের কাজ।

স্থানীয়দের মধ্যে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এমন কিছু ভুক্তভোগী ব্যক্তি জানান, বিভিন্ন কায়দায় ফাঁদে ফেলে আমাদের নামে সালিশ বসিয়ে টাকা হাতিয়ে নিয়েছে। বাদি বিবাদি কেউই সেই টাকার কোন অংশ পাইনি। পুরোটাই আজগর ও তার গ্রুপের সদস্যরা ভাগবাটোয়ারা করে নিয়েছে।

ভাটপাড়া গ্রামের নরুল ইসলাম এর নাতী ছেলে রাজিবুল ইসলামকে বিদেশ পাঠানোর নামে ৫ লক্ষ ৭০ হাজার টাকা হাতিয়ে নেয় আজগর। সেই টাকা দেওয়ার স্বাক্ষর করা নন জুডিশিয়াল স্ট্যাম্পটি নুরুল ইসলামের কাছে থেকে জোর করে কেড়ে নেন আলী আজগর। পরে এ নিয়ে গাংনী থানায় একটি মামলাও হয়। সেই টাকা এখনো ফিরে না পেয়ে হতাশাগ্রস্থ হয়ে পড়েছে পরিবারটি।

কসবা গ্রামের সেলুন দোকানদার শ্রী লালচাঁদ দাসকে গ্রাম পুলিশের চাকরি দেওয়ার নামে তার কাছে থেকে ৫০ হাজার টাকা নেয়। পরে চাকরি না দিতে পারলে টাকা ফেরত চাইলে উল্টো তাকেই মামলার ভয় দেখিয়ে থামিয়ে রাখে।

রাজনীতিকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে এলাকার বেশ কিছু নিরীহ মানুষকে মিথ্যা মামলা দিয়ে হয়রানি করারও অভিযোগ উঠেছে আজগারের বিরুদ্ধে। সেই মামলা থেকে রেহাই পাইয়ে দেওয়ার নামে লক্ষ লক্ষ টাকা হাতিয়ে নিয়েছে আজগর গ্রুপ।

ভাটপাড়া গ্রামের জাকারিয়া বলেন, আমার বিরুদ্ধে ২০১৯ সালে একটি মিথ্যা নাশকতা মামলায় হয় আজগরের ইশারায়। সেই মামলায় পুলিশ দিয়ে আমাকে বিভিন্নভাবে হয়রানী করা হয়। মাঝে মাঝে বেশ কিছু টাকা আমার কাছ থেকে হাতিয়ে নিয়েছে আজগর।

ভাটপাড়ার জামিরুল, সুলতান ও তানছের আলীর সাথে আজগর চাঁদাদাবি করে। সেই চাঁদার টাকা দিতে না পারায় তাদের বিরুদ্ধে বোমা হামলার মিথ্যা মামলা দেয় আজগর এ অভিযোগ তাদের।

এছাড়াও ভুক্তভোগী অনেকেই আছেন যারা আজগর গ্রুপের সদস্যদের ভয়ে মুখ খোলে না। এলাকায় আধিপাত্য বিস্তার ও ত্রাসসৃষ্টির জন্য অস্ত্রধারী বাহিনীকে কাজে লাগায় আজগর।

ধানখোলা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান আখেরুজ্জামান মোবাইল ফোনে জানান, আজগরের বিরুদ্ধে কেউ মুখ খুলতে চাইনা না। যদি কেউ কিছু বলে তাহলে আর জান থাকবে না। তার অত্যাচারে অতিষ্ঠ এলাকাবাসি। ক্ষমতার দাপটে এলাকায় সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক চলাফেরা করা মুশকিল।

এ বিষয়ে আলী আজগর বলেন, আমার বিরুদ্ধে সব অভিযোগ মিথ্যা। ষড়যন্ত্র করে আমার বিরুদ্ধে নানা রকম অপপ্রচার চালানো হচ্ছে।

গাংনী উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক গোলাম মোস্তফা বলেন, আমি আজগরের অপকর্মের কথা শুনেছি। আমাদের কাছে এখনো কেউ লিখিত অভিযোগ করিনি। অভিযোগ পেলে আমরা তার বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা নেবো।

চুয়াডাঙ্গায় ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগালেন সদর থানার ওসি

চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন গাইঘাটা গ্রামের মাসুদ রানার ভাঙ্গা পরিবার জুড়া লাগিয়ে দিলেন ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান।

তাদের শিশু সন্তান তাসনিম (০৫) আর্তচিৎকার করে বলে আমি বাবা মা দু’জনকেই চাই”। বিগত সাত বছর আগে গাইঘাটা গ্রামের আবু তাহেরের ছেলে মোঃ মাসুদ রানা(১৯) এবং একই এলাকার মিম আক্তার(১৮) এর বিয়ে হয়। তাদের বিয়ের বছরে বর কনের বয়স ছিল ১২/১৩ বছর অর্থাৎ বাল্যবিবাহ। তখন এলাকার সচেতন কিছু ব্যক্তি তাদের এই বিয়ের বিষয়ে অভিভাবকদের নিষেধ করেছিল। কিন্তু কে শোনে কার কথা। যাইহোক বিয়ে হয়েছে। তাদের দাম্পত্য জীবনে একটি কন্যা সন্তান তাসনিম(০৫) এর জন্ম হয়।

তাসনিমের চোখের সামনেই বাবা-মার ক্রমাগত ঝগড়াঝাঁটি মারামারি ঘটে চলেছে। এককথায় একটি অসুস্থ পরিবার যেমনটি হওয়ার কথা ঠিক তেমনটিই। এরপর এই দম্পতি সিদ্ধান্ত নেয় তারা একে অপর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে অর্থাৎ তালাক নিয়ে নেবে।

পারিবারিক এ অস্থিরতা নিয়ে আমার নিকট অভিযোগ হলে, এসআই ভবতোষ এর মাধ্যমে এই পরিবারের সাথে জড়িত সকল অভিভাবককে থানায় ডেকে নিয়ে এসে পরিবারের সবার সাথে আলোচনা করেন চুয়াডাঙ্গা সদর থানার ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান, এক পর্যায়ে ছোট্ট মেয়ে শিশু তাসনিম কে জিজ্ঞাসা করলে সে তার স্বভাবসুলভ ভঙ্গিতে জানায় সে বাবা-মা দু’জনকেই চাই অর্থাৎ সে চায় না কেউ কারো থেকে আলাদা থাক। আমাদের আলোচনা ও অবশেষে মেয়েটির আর্তনাদ এর কাছে বাবা-মার অভাব-অভিযোগ, মান -অভিমান ভেঙে যায়। তারা পুনরায় ঘর করবার সিদ্ধান্ত নেয়।

ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান উভয় পরিবারের অভিভাবকদের সাথে কথা বলেন এবং তারা যাতে ভবিষ্যতে ভালোমতো বসবাস করতে পারে সে ব্যাপারে সহযোগিতা করার জন্য বললেন। ওসি আবু জিহাদ ফখরুল আলম খান তাদের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান নিশ্চিত করার জন্য বেশ কিছু শর্ত আরোপ করে দেন। তারা উভয়েই মেনে নেয় এবং ভবিষ্যতে আর কোনো ধরনের গন্ডগোল, মারামারি, ফ্যাসাদ সৃষ্টি করবে না মর্মে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়।

গল্পটা এজন্য বলা হলো যে, এটি আসলে বাল্যবিবাহের প্রতিফল হিসেবে একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এই দম্পতির বর্তমান যে বয়স এটিই আসলে তাদের বিয়ের বয়স যা আরও সাত বছর আগে সম্পূর্ণ অন্যায় ভাবে সমাজ থেকে, পরিবার থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাল্যবিবাহ কখনো সমাজে সুস্থ কোন পরিবার তৈরি করে না বা করতে পারে না।

বাল্যবিবাহ একজন শিশুর শারীরিক-মানসিক ও আর্থসামাজিক বিকাশ সাধনের অন্যতম অন্তরায়। তাসনিমের চেহারা দেখলে খুব সহজেই বোঝা যায় যে, শিশুটি পুষ্টিহীনতায় ভুগছে। এটিও বাল্যবিবাহের সরাসরি কুফল। আসুন, সম্মানিত চুয়াডাঙ্গা বাসী, আমরা আমাদের সন্তানদের, আমাদের পরিবারের সদস্যদের, আমাদের এলাকার মানুষ কে বাল্যবিবাহের কুফল কতটা ভয়ানক হতে পারে সে বিষয়ে সচেতন করে তুলি।

দেশে দেশে শিথিল হচ্ছে লকডাউন, ফের সংক্রমণ বাড়ার শঙ্কা

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শিথিল হচ্ছে লকডাউন পরিস্থিতি। আর এই কারণে সংক্রমণ বাড়ার শঙ্কা প্রকাশ করেছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। এর মধ্যেই সংক্রমণ সর্বোচ্চ পর্যায়ে থাকলেও ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিলের ঘোষণা দিয়েছেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। এছাড়া কড়াকড়ি শিথিল করতে শুরু করেছে বলকান রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া, বসনিয়াসহ প্রতিবেশী আরও কয়েকটি দেশ।

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে করোনায় মৃত্যু ও সংক্রমণ ওঠানামা করছে। আবারও কোথাও কোথাও বাড়ছে নতুন শনাক্ত।

এ অবস্থায় ইউরোপসহ বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে লকডাউন শিথিলের প্রক্রিয়া নিয়ে তাড়াহুড়ো না করে ধীরগতিতে তা বাস্তবায়নের আহ্বান জানিয়েছে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা।
সোমবার জেনেভায় নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে সংস্থাটির নির্বাহী পরিচালক আশঙ্কা প্রকাশ করে আরও বলেন, বিভিন্ন দেশ লকডাউন শিথিল করায় সামনে ভাইরাসটির সংক্রমণের হার আরও বাড়তে পারে।

এদিকে রাশিয়ায় করোনা সংক্রমণ যখন বেড়েই চলেছে, ঠিক তখন দেশটিতে ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিলের ঘোষণা দিলেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন।

সোমবার টেলিভিশনে দেয়া এক ভাষণে তিনি আরও জানান, মঙ্গলবার থেকেই ধাপে ধাপে লকডাউন শিথিল শুরু হলেও মূলত তা নির্ভর করবে আঞ্চলিক গভর্নরদের সিদ্ধান্তের ওপর।

তিনি বলেন, মঙ্গলবার থেকে দেশজুড়ে লকডাউন শেষ হওয়ার কথা রয়েছে। যদিও করোনার বিরুদ্ধে আমাদের যুদ্ধ এখনও শেষ হয়নি। কয়েকটি অঞ্চল এ মুহূর্তে তুলনামূলক নিরাপদ হলেও এখনও ঝুঁকিমুক্ত নয়। আর তাই সবাইকে স্বাস্থ্যবিধি কঠোরভাবে মেনে চলার আহ্বান জানাচ্ছি আমি।

লকডাউন কিছুটা শিথিল হয়েছে প্রতিবেশী বলকান রাষ্ট্র ক্রোয়েশিয়া ও বসনিয়াতেও। ক্রোয়েশিয়ায় চলতে শুরু করেছে গণপরিবহনও। খুলে দেয়া হয়েছে রাজধানী জাগরেব-এর বিমানবন্দরও।

এখানকার বাসিন্দারা বলেন, আমরা সবাই সতর্কতা মেনে চলছি। গ্লাভস না পরলেও বারবার স্যানিটাইজার দিয়ে হাত জীবাণুমুক্ত করছি আমরা।

বিমানবন্দরের বিভিন্ন স্থানে স্যানিটাইজার রাখা আছে। যেহেতু এখানে অনেক মানুষ যাতায়াত করছে তাই নিজেদের সুরক্ষিত রাখা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

এছাড়া লকডাউন শিথিল করায় ইউরোপের আরেক দেশ চেক প্রজাতন্ত্রেও খুলে দেয়া হয়েছে বার, রেস্তোরাঁসহ বিভিন্ন দোকাট পাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। তুরস্কেও শিথিল করা হয়েছে কড়াকড়ি ও নিষেধাজ্ঞা। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিনি

চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার “মশা” নিধন কর্মসূচি “

করোনা ভাইরাসের প্রতিরোধের পাশাপাশি চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার উদ্যোগে ৩ নং ওয়ার্ডের “মশা” নিধন কর্মসূচি ” কাজে অংশ গ্রহণ করেন চুয়াডাঙ্গা পৌরসভার মেয়র মোঃ ওবায়দুর রহমান চৌধুরী জিপু।

গতকাল সোমবার করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ করতে বিভিন্ন সংগঠনের সহায়তায় ও মানুষ কে করোনা হাত থেকে বাঁচতে নানান ভাবে দিকনির্দেশনা দিয়ে যাচ্ছেন। এবং অসহায় মানুষের মাঝে খাদ্য সামগ্রী বিতরণের পাশা পাশি ডেঙ্গু মশা” নিধনের কাজ করে যাচ্ছেন।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন, আব্দুল হালিম ভুলন, পৌর ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি জাহাঙ্গীর, জেলা ছাত্রলীগের সাবেক সদস্য গাজী এমদাদুল হক সজল, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগ টোকন বিশ্বাস সাধারণ সম্পাদক, স্বেচ্ছাসেবক লীগ নেতা ইমরান, ৩নং ওয়ার্ড স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক সেলিম, ১নং ওয়ার্ড ছাত্রলীগ সাংগঠনিক সম্পাদক শেখ শাওন, ছাত্রলীগ নেতা সুরুজ আহমেদ, সাগর সহ স্বেচ্ছাসেবক লীগ ও ছাত্রলীগের আরও অনেকে।

কুষ্টিয়ায় ঈদের কেনাকাটায় মার্কেটে ভীড়: মানছে না নির্দেশনা

ঈদের কেনাকাটার জন্য ঘর ছেড়ে মার্কেটে বেরিয়ে এসেছে কুষ্টিয়া শহরবাসী। মহামারি করোনাভাইরাসের ভয় উপেক্ষা করে নানা বয়সী মানুষের ভীঢ় পরিলক্ষিত হয়েছে শহরের বিভিন্ন শপিং কমপ্লেক্স ও বিপনী বিতানগুলোতে।

কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসনের বেঁধে দেওয়া সময় সকাল ১০টার আগেই মার্কেটের সড়কগুলোতে যেন মানুষের ঢল নামে। সরকারিভাবে কেনাকাটা সীমিত পরিসরে করার নির্দেশনা দেওয়া হলেও কোনও মার্কেটেই ক্রেতা বা বিক্রেতারা তা মানছেন না।

সোমবার (১১মে) সকালে কুষ্টিয়া শহরের বিভিন্ন সড়কে এবং মোড়ে মোড়ে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদেরকে অবস্থান নিয়ে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করতে দেখা গেছে।

কিছু দোকান বিপণিবিতান শপিং মলের সামনে সাবান পানি হ্যান্ড স্যানিটাইজার রাখা থাকলেও মানুষ তা ব্যবহার করছে খুব কম।

কুষ্টিয়া শহরের প্রাণকেন্দ্র এনএস রোডে যান চলাচল সীমিত করা হয়েছে। মানুষ পায়ে হেঁটে কেনাকাটা করছে। এতে করে আবার ভোগান্তীতে পড়েছে মানুষ।

মজমপুর থেকে বড়বাজার পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার সড়কে কোন রিকশা ও ইজিবাইক চলতে দিচ্ছে না প্রশাসন। ফলে মানুষ বাধ্য পায়ে হেটে চলাচল করতে হচ্ছে।

বাবলু রহমান নামের এক ব্যবসায়ী শহরের পৌর বাজারে এসেছেন। এক বস্তা চালসহ নিত্যপয়োজনীয় বাজার নিয়ে পড়েছেন বিপাকে। কোন রিকশা না থাকায় সেসব নিয়ে বাসায় যাবে কিভাবে এ নিয়ে ক্ষোব প্রকাশও করেন তিনি।

গতকাল রোববার (১০মে) থেকে কুষ্টিয়া শহরে শুধু জুয়েলারি দোকান ছাড়া সকল দোকানপাট খুলেছে। সকাল ১০টা থেকে চলে বিকেল চারটা পর্যন্ত। সকাল থেকে শুধু তৈরি পোশাক কিংবা জুতা-স্যান্ডেলের দোকানই নয় রড-সিমেন্টসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সব দোকানই খোলা দেখা রয়েছে।

বেচা-কেনার সময় সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা তো দূরের কথা শারীরিক দূরত্বও কেউ রাখেননি। মানেনি হাতে হ্যান্ড গ্লোভস ও মুখে মাস্ক পরার নির্দেশনা।

পছন্দের পোশাক, জুতা-স্যান্ডেল ও কসমেটিকসসহ অন্যান্য সামগ্রী কেনার জন্য ক্রেতাদেরকে একেবারে গা ঘেঁষাঘেঁষি এমনকি ঠেলাঠেলিও করতে দেখা গেছে। অনেকে তাদের শিশু সন্তানদেরকেও সঙ্গে এনেছিল।

দোকানদারদের হাঁক-ডাকও করতে দেখা গেছে। মার্কেট করতে আসা মানুষের মধ্যে করোনার ভয় একেবারের লক্ষ্য করা যায়নি। তবে পুরুষদের পাশাপাশি নারীদের ভীড় বেশি দেখা গেছে।

শিশু সন্তান সাথে নিয়ে মার্কেট করতে আসা রাশিদা বানু জানান, আমি বাচ্চা নিয়ে শপিং করবো বলেই এসেছি। বড়দের জন্যও ঈদের জন্য শপিং করছি। মাস্ক পরে থাকলেও তবে আপনি কেন হ্যান্ড গ্লোভস পরেননি এমন প্রশ্নে তিনি বলেন বিষয়টি আমি জানতাম না।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন পুলিশ সদস্য জানান, আমরা ভিড় ঠেকাতে হিমশিম খাচ্ছি। প্রধান সড়ক এনএস রোড যানজট মুক্ত রাখতে প্রবেশ নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। কিছু সড়কের মোড়ে যানবাহন ছাড়া শুধু মানুষ ঢুকতে পারছে।

দোকান মালিক কল্যাণ সমিতির সভাপতি ও চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রির সিনিয়র সহসভাপতি এস এম কাদেরী শাকিল বলেন, শহরের প্রধান সড়ক এনএস রোডে কোনরকমেই রিকশা ও অটো চলাচলে নিষেধাজ্ঞা করা হয়েছে। এতে করে অনেকেরই অসুবিধা হচ্ছে। বিশেষ করে পরিবেশকদের গাড়ী ভেতরে ঢুকতে না পারায় দোকানে মালামাল সরবরাহ পারছে না।

তিনি আরও জানান, ওষধ বাদে সবকিছুর দোকান সকাল ১০ টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত খোলার রাখার জন্য আমরা নিয়মিত তদারকি করছি। এছাড়াও শিশুদের সাথে করে মার্কেটে না আসার অনুরোধ করছি এবং সরকারী নির্দেশনা মানার জন্য আমরা নিয়মিত কাজ করে যাচ্ছি।

উল্লেখ্য, করোনার সংক্রমণ রোধে গেল ২৬ মার্চ থেকে সারাদেশে সাধারণ ছুটি ঘোষণা করা হয়। এতে সরকারি-বেসরকারি অফিসগুলার সঙ্গে সঙ্গে দোকান-পাট ও বিপণিবিতানগুলোও বন্ধ হয়ে যায়। পঞ্চম দফা সাধারণ ছুটি বাড়িয়ে তা করা হয় ১৪ মে পর্যন্ত। এরমধ্যে সীমিত পরিসরে খুলে দেওয়া হলো ঈদ মার্কেট।

কুষ্টিয়ায় এ পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত হয়েছে ২০ জন।

কোটচাঁদপুরে করোনাকে জয় করে ঘরে ফিরলেন যুবক

ঝিনাইদহের কোটচাঁদপুর উপজেলার দোড়া ইউনিয়নের পাঁচলিয়া গ্রামের বাসিন্দা মেহেদী হাসান (২২) করোনা যুদ্ধে জয়ী হয়ে ঘরে ফিরলেন। এদিকে উপজেলায় প্রথম করোনা আক্রান্ত রোগী সুস্থ্য হওয়ার খবরে এলাকার মানুষের মাঝে স্বস্তি ফিরে এসেছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স থেকে মেহেদী হাসানকে আনুষ্ঠানিক ভাবে বিদায় জানানো হয়। এসময় ফুলের তোড়া দিয়ে শুভেচ্ছা জানান জেলা সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম ও উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ।

মেহেদী হাসান গত ২৫ এপ্রিল থেকে দীর্ঘ ১৭দিন করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে কোটচাঁদপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বিশেষ আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসাধীন ছিলেন।

করোনার সঙ্গে যুদ্ধ করে সুস্থ্য হয়ে উঠা মেহেদী হাসানকে বিদায় মূহুর্তে সিভিল সার্জন ডা. সেলিনা বেগম বলেন, আপাতত বাড়িতে গিয়ে কারো সংস্পর্শে আসবে না। সেইসাথে স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোম কোয়ারেন্টাইনে থাকার পরামর্শ দেন তিনি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. আব্দুর রশিদ বলেন, মেহেদী হাসান আক্রান্ত হয়ে আইসোলেশনের সময় নমুনা সংগ্রহ করে যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের জিনোম সেন্টারে

পাঠানো হলে করোনা পরিক্ষার ফল নেগেটিভ আসে। বর্তমানে সে করোনাকে জয় করে পুরাপুরি সুস্থ্য হয়েছেন। ছাড়পত্র দিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তাকে বিদায় দেওয়া হচ্ছে।

এসময় স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পক্ষ থেকে করোনা বিজয়ী মেহেদী হাসানকে বিভিন্ন প্রকার ফল সামগ্রী দেওয়া হয়। এবং পুষ্টিকর খাবার খেতে পরামর্শ দেওয়া হয়। করোনা যুদ্ধে চিকিৎসক-নার্স, স্বাস্থ্যকর্মী সহ সবাইকে ধন্যবাদ জানান, ডা. আব্দুর রশিদ ।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি এসএম রায়হান উদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক মঈন উদ্দীন খান, হাসপাতালের চিকিৎসক-নার্স, কর্মকর্তা-কর্মচারী সহ আরো অনেকে।